



বিএনপির বাঁশে তেল, এরশাদের বানর খেল আর অসহায় নারী বিদিশার জেল



বাংলাদেশের মতো উত্তর আমেরিকার সকল বাংলা ভাষাভাষী পত্রিকা আর ইমিডিয়ায় এখন শুধু বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি সামরিক শাসক এইচ এম এরশাদ আর আর তার দ্বিতীয় (!!!) স্ত্রী বিদিশা নিয়ে চলছে রমরমা কাহিনী। পত্রিকার অধিকাংশ জুড়েই এরশাদ-বিদিশা সয়লাব। আর তা বলতে গেলে প্রবাসীদের মুখেমুখে এরশাদ-বিদিশার উপাখ্যান। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সর্বকালের বিধ্বংসি নোংরা-কুৎসিত এবং জঘন্য খেলা চলছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে রয়েছে কিছুসংখ্যক চরিত্রহীন অসৎ-ভন্ড-প্রতারক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। এসব অসৎ চরিত্রহীন পতিতা রাজনৈতিক নেতা কর্মীর কলঙ্কজনক ঘটনায় কলুষিত হচ্ছে রাজনীতি, সমাজ সংসার। সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটছেন এককালের সামরিক জাভা বহুদা উপাধিতে (এরশাদের জীবনে বহুমুখী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন যেমনটি অন্যকোন রাষ্ট্র প্রধানরা হননি, যেমন 'স্বৈরাচার' 'ঘাতক' 'বিশ্ব বেহায়া' 'প্লেবয়' 'পল্লীবন্ধু' 'কুলাঙ্গার') ভূষিত নারী আসক্ত এইচএম এরশাদ। এরশাদ মানেই দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচার নারীঘটিত কেলঙ্কারীর হোতা বদমাইশী বনাঢ্য জীবনের অধিকারী এক রাজনৈতিক প্রতারক। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসেন মুহম্মদ এরশাদ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দেশে সামরিক আইন জারিকরে ক্ষমতায় আহরণ করেন। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দেশের মানুষ তাকে ভালো করে চিনতো না। এই দীর্ঘ ন বছরেরও বেশী তার শাসনামলে এরশাদ পৃথিবীর এমন জঘন্যতম কাজ বাকী ছিলোনা যা করেননি। তার স্বৈরাচারী দাবানলে জ্বলতে শুরু করে দেশ আর দেশের মানুষ। তিনি একদিকে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশের মানুষকে ঝোঁক দিয়ে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিণত করেন। এটা অবশ্য তার একার কৃতিত্ব নয়। এরশাদ তার অবৈধ শাসন শুরুর পূর্বে তার আরেক গুরু সাবেক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান একই প্রহায়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতায় আহরণ করে আমাদের রক্তভেজা সংবিধানকে খন্ড-ভিখন্ড করে জনগণের মতের উপেক্ষা করে সংবিধানের মূল স্তম্ভকে হাজার বছরের ঐতিহ্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেন, অথচ এসব সামরিক জাতারা ব্যক্তিগতভাবে কোনদিনই ধর্মের অনুশীলন করেননি। যাক এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সামরিক জাভা জিয়ার মতই শত শত রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে। এই সেই বিশ্ব বেহায়া স্বৈরাচারী এরশাদ, যাকে উৎখাত করতে দীর্ঘ ন বছর রক্তক্ষয়ী গণআন্দোলনে বলি হয়েছে কত আপনজন। সেলিম-দেলোয়ার-তিতাস-ময়েজ উদ্দিন-দিপালীসাহা-কাঞ্চন-মোজাম্মেল-নূরহোসন-বাবলু- ফাতাহ-দেবাশিষ-ডা.

মিলনসহ কতো শত সহস্র মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো বাংলার মাটি। এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালীন একদিকে মানুষ হত্যা করেছে, অন্যদিকে অবৈধ প্রহায়ে সহস্র কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়েছেন, তার এই অবৈধ কালো টাকাকে জায়েজ করার জন্য ধর্মের জাভা হাতে নিয়ে দৌঁড়াতে থাকেন। সারা দেশে বেঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা গড়ে তুলে সারা দেশের মানুষকে ধর্মান্ত করার চেষ্টা চালান। এই সেই এরশাদ বাংলাদেশে দু'দবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করেন। এরশাদ ধর্মকে ব্যবহার করলেও তিনি ছিলেন একজন নারী আসক্ত অসং চরিত্রের নায়ক। তাকে অনেকেই প্রেবয় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় আহোরণের পর থেকে আজোবধি অসংখ্য নারী কেলেকারিতে জড়িয়ে পরেছেন যা হয়তো পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক নেতা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তা করেননি। এরশাদে ঘরে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী রওশন থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্রমান্বয়ে মরিয়ম মেরি, জিনাত মোশাররফ, নীলা চৌধুরী, যাদুশিল্পী জেবিন, নারায়নগঞ্জের মুক্তা-মৌসুমী, তার (এরশাদ) গাড়ীর চালকের বোন, বেশ ক'জন বিমানবালা, সঙ্গীত শিল্পী ও চলচ্চিত্র শিল্পীর সঙ্গে প্রেম বিনোদন আর রাত্রিযাপন করে মৈতুনে ডুবে থাকতেন। মরিয়ম মেরি, জিনাত মোশাররফ আর নীলা চৌধুরীর সাথে এরশাদের রাত্রি যাপন সেক্স স্লেভাল কে না জানে। এরশাদ নারীদের ভোগ করে সরকারী কোটি কোটি টাকা তাদেরকে বিলিয়েছেন।

এবার দেখা যাক এরশাদ-বিদিশার নাটক। যে নাটক বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। যে নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলা-কৌসুলী মাত্র ক'জন। এই নাটকের মূল পরিকল্পনাকারী-গ্রন্থা-পরিচালনা বর্তমান স্বৈরাচারী-মৌলবাদি বিএনপি জামাত সরকার আর নাটকের নায়ক এরশাদ-বিদিশা, আর কলা কৌশলী হিসেবে আছেন জাতীয় পার্টির নেতা পতিতা রাজনীতিবিদ কাজী জাফর আর রুহুল আমীন তালুকদার। প্রিয় পাঠক, আসুন এই প্রবাস থেকে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে মঞ্চায়িত নাটক নিয়ে একটু আলোচনা করি।

এরশাদের ব্যক্তিগত- রাজনৈতিক এবং চরিত্র নিয়ে সবাই জানেন। বিদিশাকে এরশাদ বিয়ে করার পূর্বে তাকেও কেউ চিনতেন না। বিদিশা ছিলেন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সং শিক্ষক ও কবির মেয়ে। বিদিশার বিয়ে হয়েছিলো ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পিটার স্টুয়ার্টের সঙ্গে। বিদিশা পেশায় ডিজাইনার। খুব ভালোই চলছিলো স্বামী আর দু'সন্তান নিয়ে তাঁদের সংসার। বাংলাদেশে বিদেশী এক রাষ্ট্রদূতের দেওয়া পার্টিতে সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদ দেখেন এক সুন্দর নারীকে। দেখামাত্র ব্রেস্টী আর হুস্কির নেশার ঘুরে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করেন, কে সেই ভদ্রমহিলা? রাষ্ট্রদূত এরশাদের সঙ্গে বিদিশাকে পরিচয় করিয়ে দেন। বিদিশা কখনোই এরশাদের প্রতি দূর্বল হননি বরং এরশাদ এতই দূর্বল হয়ে পরেছিলেন বিদিশার জন্য যে তিনি অসংখ্য বিন্দু রজনী কাটিয়েছেন বিদিশার স্বপ্ন দেখে। শুরু করেন বিদিশার সঙ্গে প্রেমালাপ, প্রতিদিন রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে বিদিশার কাছে করজোড়ে প্রেম প্রার্থনা করেন। বিদিশাও ফিরিয়ে দেননি এরশাদকে। আগুনের শিখায় মোম যেভাবে গলে ভালোবাসার করুণ আবেগের স্পর্শে বিদিশাও সবকিছু ভুলে গিয়ে জীবন-যৌবন উজাড় করে বিলিয়েছিলেন এরশাদের কাছে। বিদিশা হয়তো জানতেন না এরশাদ কত ধূর্ত, কত নির্ধুর, এরশাদ কতো জঘন্য। এরশাদের শরীরের সঙ্গে মিশে আছে অসংখ্য নারীর শরীর। পরকীয়া প্রেম আর লিভিং টুগেদার যার নেশা, নতুন নারীর উন্মুক্ত শরীর নিয়ে খেলা যার অব্যাশ সেতো আর কেউ নন প্রাক্তন স্বৈরশাসক এরশাদ। এরশাদ-বিদিশার যৌবন যুদ্ধে জন্ম নেয় একটি ফুটফুটে শিশু। নাম দেওয়া হয় এরিক এরশাদ। (যদিও বিষয়টি বিতর্কিত এবং ডিএনও টেস্ট করানোর জন্য আজিজ মোহাম্মদ ভাইসহ অনেকেই বলছেন) এরশাদ পিতৃ পরিচয়ের জন্যে বিদিশার হাতে তুলে দেন কোটি কোটি টাকার মহর। এরশাদ বিদিশার যৌবনমধু পান করার জন্য নিজের রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির উচ্চপদে অধিষ্ঠ করেন বিদিশাকে। আর এরশাদের প্রথম স্ত্রী রওশনকে তার বয়সের জন্য জীবনের সবকিছু থেকে দূরে রাখেন। কবি এরশাদের অন্দকারাচ্ছন্ন জীবনে নাটোরের বনলতা সেনের মতো বিদিশার নিশা হয়ে এসেছিলেন বিদিশা। এরশাদের বিগত পাপ আর অসং চরিত্রের কুৎসিৎ নগরে তিনি ক্লান্ত প্রাণ এক হয়ে চারদিকে জীবনের অভ্যস্ত সমুদ্র সমস্যায় দু'খন্ড শান্তি দিয়েছিলেন বাংলার ললনা বিদিশা। কিন্তু এই বিদিশা-এরশাদের জীবনে হঠাৎ করেই শুরু হলো ইতিহাসের ভয়াবহ সাইক্লোন। ভালোবাসা হারিয়ে গেলো চোখের পলকে। এরশাদের স্বপ্নসাধনার নারী বিদিশা হয়ে গেলেন চোর, হয়ে গেলেন অসং চরিত্রের নারী! কিন্তু কেন? যে এরশাদ নিজ হাতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী বিদিশাকে সকালে হরলিকস- ভাত আর আফেল খেয়ে দিলেন সূর্য ডুবার আগেই নিজের ভালোবাসার স্ত্রীকে চোর আর অসং বলে পরিচয় দিয়ে জেলে পাঠালেন। কী অদ্ভুত দেশ! কী বিচিত্র এই বঙ্গ দেশ, কী বিচিত্রইনা এদেশের মানুষ-সেলুকাস! এখন দেখা যাক কেনো বিদিশার ওপর হঠাৎ করেই বড্ড অসময়ে খড়গ নেমে আসলো আর কেন, কিজন্যে? কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন জঘন্য নাটকের মঞ্চায়ন হলো। কারা সেই নাটকের নেপথ্যে শুরু? বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন স্বাধীনতা বিরোধী যোদ্ধাপরাধী বিএনপি জামাত এখন তাদের অপকর্ম সারা দেশে অপ্রতিরোধ্য খুন ধর্ষণ- চুরি-ডাকাতি, দূনীতি-সন্ত্রাসসহ মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দিশাহারা, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ মানেই খুন-সন্ত্রাসের শীর্ষ জনপদ। ফলে সরকারের পায়ে নড়ে আর মাটি নেই, সরকারদলীয় নেতারা দেখছে চট্টগ্রামের মতো আগামী নির্বাচনে ভোট জয় হওয়াতো দূরের কথা অনেক এলাকায় নিজ প্রার্থীদের নমিনেশন বায়জাপ্ত হবে ফলে পাগল হয়ে জাতীয় পার্টির এরশাদকে তার দূনীতি মামলার জন্যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলার মতো অবস্থা করে 'এরশাদ' কে সরকারের বলির পাঠায় পরিণত করে লোভ লালশা আর ভয়-ভীতি দেখিয়ে এরশাদ-বিদিশার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে খন্ড-বিখন্ড করেছে। বিদিশার ওপর অভিযোগ তুলেছে বিদিশা তার ছেলে এরিক এরশাদের চিকিৎসার জন্য ভারতে থাকাকালে তিনি নাকি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এটা নতুন নয় এই অভিযোগে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জেল-জুলুম আর নির্যাতন ভোগ করেছেন। কী এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত অভিযোগের কারণে এরশাদ বিদিশার ওপর নারকীয় তান্ডব চালালেন। অথচো বিদিশা বার বার এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন এরশাদ যা বলতেন তিনি তাই করতেন, কিন্তু কেন বিদিশার ওপর এই নির্যাতন? এটার পিছনে বর্তমান সরকার আর জাতীয় পার্টির কিছু পতিতা রাজনীতিক নেতা যেমন সাবেক প্রধানমন্ত্রী পতিতা রাজনৈতিক নেতা দলছোট আদর্শীন সুবিখ্যাত নায়ক কাজী জাফর আহমদ আর জাতীয় পার্টির নেতা নারী কেলেকারীর হোতা রুহুল আমীন তালুকদারসহ বেশ ক'জন

নেপথ্যের নায়ক। আর নাটকের মূল পরিকল্পনা আর পরিচালনা করেছে চার দলীয় বিএনপি-জামাত জোট। জোট সরকারের কাছ থেকে শুধু একটি তৈলাক্ত বাঁশ এরশাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে এরশাদের বিরুদ্ধে দায়ে করা দুর্নীতি মামলা থেকে রেহায় পেতে হলে বিএনপি জামাত জোটকে সমর্থন করতে হবে এবং বিদিশাকে দল থেকে বের করে ডিভোর্স দিয়ে বুড়ো বানরের মতো এই তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে উঠতে হবে। এরশাদ বুড়ো বানরের মতো জোট সরকারের দেওয়া বাঁশ বেয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন জাতিকে, কিন্তু সেই বাঁশ বেয়ে উঠতেতো পারলেনইনা বরং সারা জীবনের জন্য তিনি কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকলেন সারা জাতি আর নিজ স্ত্রীর কাছে। এরশাদের বাঁশ বেয়ে উঠাও হবেনা তার দুর্নীতি মামলা থেকে মুক্তিও পাবেন না বরং জোট সরকারের নোংরা অসৎ জঘন্য রাজনীতির বলি হলেন একজন অসাধারণ অসহায় নারী, ভালোবাসার প্রতিক বিদিশা। আজ বিদিশা বাংলাদেশের জঘন্য নোংরা রাজনীতির এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। এরশাদ নামের এক পাষন্ড স্বামী একই বাড়িতে একই বিছানায় থাকার পরও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে পুলিশ বিদিশাকে গ্রেফতার করে হাজতে অমানুষিক নির্যাতন করছে, বিদিশার গর্ভধারন সন্তানকে হাইজ্যাক করে থানা থেকে নিয়ে গেছে এ কেমন আইন এ কেমন বিচার? যে দেশে ভয়াবহ বোমা আর গুলেড হামলায় শত শত মানুষের মৃত্যু হয় সেখানে খুনিদের পুলিশ ধরে না, আর ধরলেও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করেনা সেখানে বিদিশার মতো অসুস্থ এক গৃহবধূকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে যা ফলে বিদিশা এখন প্রিজন সেলে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি। নিজের স্ত্রীকে পুলিশের নির্যাতনে ঠেলে দিয়ে বিদিশার সন্তানকে থানা থেকে হাইজ্যাক করে এরশাদ সৌদি আরবে চলে গেলেন নিজের পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ওমরাহ হজ করতে, পাঠক ভাবুন এটা কত বীভৎস ধর্মীয় ভন্ডামি আর কলঙ্কজনক প্রতারণা! বাংলাদেশের অধিকাংশ চোর-ডাকাত-বদমাইশ-প্রতারক-খলনায়ক-খুণি-ধর্ষক-লম্পট-চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ-আমলারা একই পথ অবলম্বন করে। যখনই দেশ আর দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ করে তখন দেশের মানুষকে ধোকা দেবার জন্য চলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ধর্মীয় লেবাস পরে ভন্ড ধার্মিক সাজে যায়। এরশাদের জীবনে তা নতুন নয়। এরশাদ এক হাতে ধর্ম আর অন্য হাতে রক্ত আর বিবস্ত্র নারী নিয়ে থাকেন।

পরিশেষে বলতে চাই, এসব নোংরা নাটকের শেষ কবে হবে কেউ জানেনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে চলছে এখন দল বদলের নাটক। জোট সরকার বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরো তাদের ব্যাবসা-বানিজ্য বন্ধ করে নিজ দলে নেবার জঘন্য নোংরামি চলছে। অপরদিকে এরশাদকে দলে টানার জন্য ইতিহাসের কলঙ্কজনক নাটক মঞ্চায়ন করেছে ঘাতক জোট সরকার। আমরা বিদিশার মুক্তি চাই। মুক্তি চাই মানবিক কারণে। বিদিশার ওপর হঠাৎ এই অবিস্বাস্য খড়গ নেমে আসার নেপথ্য কারণ দেশে-বিদেশের মানুষ জানতে চায়। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম আগামী দিনের নতুন খবরের পত্যাশায়।

মশ্টিয়ল ১২.৬.২০০৫

সঙ্গেরা সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী, সম্পাদক দেশদিগন্ত।

deshdiganta@sympatico.ca